তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫৯১

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৩ হাজার ৫৩৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৯৩ হাজার ৫৯০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৩ জন-সহ এ পর্যন্ত ২ হাজার ৪৫৭ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৫ হাজার ২৩ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২১৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৯০

**একুশে পদক জয়ী ভাষাসৈনিক ডা. সাঈদ হায়দারের মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 একুশের চেতনা পরিষদের সহ-সভাপতি, প্রথম শহীদ মিনারের অন্যতম সহযোগী নকশাবিদ, একুশে পদক জয়ী ভাষাসৈনিক ডা. সাঈদ হায়দারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

 শোকবার্তায় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জানান, ডা. সাঈদ হায়দার ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্ররা প্রথম শহীদ মিনার গড়ে তোলেন আর এর নকশাকার বদরুল আলমকে সহযোগিতা করেছিলেন সাঈদ হায়দার, যা ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সেনাবাহিনী ধ্বংস করে দেয়। ডা. সাঈদ হায়দারের মৃত্যুতে দেশ একজন প্রকৃত নিবেদিতপ্রাণ ভাষা সংগ্রামীকে হারালো যা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। ভাষা আন্দোলন এবং মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান জাতি আজীবন কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করবে।

#

ফয়সল/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২১১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮৯

**সরকার তরুণ ও যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে**

**রূপান্তর করে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদানে বদ্ধপরিকর**

 **-- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 ‘বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস’ উপলক্ষে ‘অদম্য যুবদের জন্য দক্ষতা- SkILLS for a resilient YOUTH’ - এ প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আজ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক অনলাইনভিত্তিক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আখতারুজ জামান খান কবির (অতিরিক্ত সচিব)। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ৮টি বিভাগীয় জেলা ও অন্যান্য ২০টি জেলার উপপরিচালক/ কো-অর্ডিনেটর/ ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, ৬৪ জেলা হতে যুব সংগঠক, সাবেক ও  বর্তমান প্রশিক্ষণার্থীগণ এ আলোচনা সভায়  অনলাইনে যুক্ত হন।

 বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল বলেন, এ মহান নেতার জন্ম শতবার্ষিকীতে কেউ কর্মহীন থাকবে না। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য তনয়া বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন এর অভীষ্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্জনে সরকার বদ্ধপরিকর।  রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন দেশের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য দেশের সকল কর্মক্ষম মানুষ বিশেষ করে যুবসমাজকে দক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। রূপকল্প ও টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে প্রযুক্তি নির্ভর  শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যুবসমাজের অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই। এজন্য দেশের যুবসমাজকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার তরুণ ও যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদানে বদ্ধপরিকর।  বর্তমান সরকারের মূল অঙ্গীকার “তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি”। তারুণ্যের শক্তিকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকার দেশের প্রতিটি উপজেলায় ‘যুব প্রশিক্ষণ-বিনোদন’ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

 বিশেষ অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন বলেন-যবুসমাজই দেশের প্রাণশক্তি। তিনি বলেন, বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২০ একটি চ্যালেঞ্জিং সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারী এবং লকডাউন ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী দক্ষতা বিকাশের ধারাবাহিকতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

 সভাপতির বক্তব্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আখতারুজ জামান খান কবির (অতিরিক্ত সচিব) বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ৬৪টি জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৬৪টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৪৯৬টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৪১টি প্রাতিষ্ঠানিক ও ৪২টি অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে নিয়মিত যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত ৬১ লাখ ২৪ হাজার ৫৭৮ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, এদের মধ্যে ২২ লাখ ৭৯ হাজার ৭৪৭ জন আত্মকর্মী এবং ২৫ হাজার ৩৫৭ জন উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে।

#

আরিফ/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২০৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮৮

 **‘বিমানকে এক কোটি টাকা জরিমানা করেছে সৌদি আরব’**

**সংবাদটির প্রতিবাদ করেছে বিমান কর্তৃপক্ষ**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 “বিমান-কে এক কোটি টাকা জরিমানা করেছে সৌদি আরব” শিরোনামে বিভিন্ন পত্রিকা ও অনলাইন পোর্টালে গত কয়েক দিন ধরে সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত বিষয় হলো, যে ঘটনার জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-কে উক্ত পরিমাণ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল তা ২০১৭ সাল ও তার নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত পুরাতন ঘটনা। যে বা যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার কারণে এই জরিমানার টাকা পরিশোধ করতে হয়েছিল ঐ ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিমানের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নজরে বিষয়টি আসা মাত্রই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

 সৌদি আরবের জেদ্দা হেলথ ডিপার্টমেন্ট এর নিয়ম অনুযায়ী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা-জেদ্দা- ঢাকা রুটে পরিচালিত ফ্লাইটে "ওয়ান শট স্প্রে" নামক একটি জীবাণুনাশক দিতে হয়।  যা বিমানের ফ্লাইটেও যথাযথভাবে দেয়া হয়। নির্ধারিত এই জীবাণুনাশক দেয়ার পর তার খালি টিউবগুলো নিয়ম অনুযায়ী জেদ্দা হেলথ ডিপার্টমেন্টের কাছে পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপন করার কথা ছিল। কিন্তু সেই সময় বিমানের ঐ ফ্লাইটে কর্মরত কারো কারো অবহেলার দরুণ তা যথাযথভাবে ও নির্দিষ্ট সংখ্যায় উপস্থাপন না করার কারণে সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ মার্চ ২০১৭ ও তার নিকটবর্তী সময়ে এরকম বেশ কয়েকটি ঘটনায় ওই জরিমানা আরোপ করে।  উল্লেখ্য, জরিমানার টাকা ঐ সময়েই পরিশোধ করা হয়েছে। বিষয়টি তখন তদন্ত কার্যক্রম এর বাইরে রয়ে গিয়েছিল।

 বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নেয়ার পর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স থেকে বিদ্যমান সকল অনিয়ম দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে কর্মরত কারো অবহেলার কারণে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় অর্থ ও দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নকারী এধরনের কর্মকাণ্ড রোধ করতে এই তদন্ত আবশ্যক। এছাড়াও পূর্বের বা বর্তমানের যেকোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে বিমান কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। বিমান কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তি ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় এ রকম কাজের জন্য প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে শাস্তির মুখোমুখি করলে ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড রোধ করা সম্ভব হবে।

#

তানভীর/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ২৫৮৭

**জনগণের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষাসহ স্বাস্থ্য সংকট হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারে ‘ড্যাটা বিপ্লব’**

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত প্যানেল আলোচনায় বক্তাগণ**

নউিইর্য়ক, ১৫ জুলাই:

প্রমাণভিত্তিক ড্যাটা শুধু কোভিড-১৯ জনিত স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলার জন্যই নয় এটি দরিদ্র্য ও সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সামাজিক সুরক্ষা, নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা এবং স্থানীয় ও প্রবাস ফেরত কর্মীদের জীবিকার সংস্থান নিশ্চিতের জন্যও এটি প্রয়োজন। গত ১৩ জুলাই “ড্যাটা বিপ্লবের মাধ্যমে কোভিড পরবর্তী পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ” শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সাইড ইভেন্টের প্যানেল আলোচনায় এসকল কথা উল্লেখ করেন আলোচকগণ।

জীবন ও জীবিকার ভারসাম্যের জন্য কীভাবে ড্যাটা ব্যবহার করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কার্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সরকারি, বিষয় বিশেষজ্ঞ, একাডেমিয়া এবং বেসরকারি খাত থেকে নির্বাচিত প্যানেলিস্টগণ নিয়ে জাতিসংঘের চলমান উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম উপলক্ষে উক্ত ভার্চুয়াল সাইড ইভেন্টের আয়োজন করে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এটুআই এই আয়োজনটির বাস্তবায়ন করে। সোমালিয়া, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ এবং ফিউচার অভ্ ওয়ার্ক ল্যাব বাংলাদেশ ছিল ইভেন্টের সহযোগী। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

উদ্বোধনী বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, “যেহেতু আমরা একটি মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করছি তাই বৈজ্ঞানিক প্রমাণপত্র ও তথ্যাদির গুরুত্ব আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশি, তাই ‘ড্যাটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ’ -এখন কী ঘটছে শুধু সে জন্যই নয়, বাস্তবভিত্তিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও অত্যাবশ্যক”। কোভিড-১৯ এর ফলে সারাবিশ্ব যেসকল বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে তা উল্লেখ করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, “অভিবাসী কর্মী প্রেরণকারী অন্যান্য দেশগুলোর মতো বাংলাদেশও আজ কোভিড মহামারিজনিত কারণে অভিবাসী কর্মীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের অর্থনীতি বড় হুমকির মুখে পড়েছে। তেলের দাম হ্রাস ও কোভিড মহামারির দ্বৈত প্রভাবে অনেক কর্মী বেকার হয়ে পড়েছে। তাই ড্যাটা সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও এর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনকারী এসকল প্রবাসী কর্মীগণের পুনঃকর্মসংস্থান ব্যবস্থা করতে পারি; এবং তাদেরকে টেকসই উপায়ে পুনরায় কর্মে পুনর্বাসিত করতে সাহায্য করতে পারি”।

এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজর আনির চৌধুরী ইভেন্টটিতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণের হট জোন চিহ্নিতকরণ, টেলি-হেলথ সেবা প্রণয়ন, নগদ অর্থসহায়তা প্রেরণের জন্য পাঁচ লাখেরও বেশি জনগণের একটি ডাটাবেজ তৈরি করা, কোভিড পরবর্তী দক্ষতা ও কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর নীতি ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের সমগ্র ড্যাটা একত্রীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে উপাত্ত ব্যবহারের মাধ্যমে কোভিড মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের উত্তম অনুশীলনসমূহ ইভেন্টটিতে তুলে ধরেন এটুআই এর পলিসি অ্যাডভাইজর। এই মাহামারি মোকাবিলা এবং এর থেকে পুনরুদ্ধারে দক্ষিণের উন্নয়নশীল দেশসমূহ গৃহীত প্রচেষ্টায় জাতিসংঘের দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বিষয়ক কার্যালয় (ইউএনওএসএসসি) যে ভূমিকা রাখছে তা উল্লেখ করেন ইউএনওএসএসসি এর এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রতিনিধি ড. ডেনিস নকালা।

কি-নোট বক্তব্যের পরেই অনুষ্ঠিত হয় সমৃদ্ধ প্যানেল আলোচনা। প্যানেলিস্টগণের মধ্যে সোমালিয়ার প্রতিনিধি আবদিরাহিম মুদে কোভিড পরবর্তী দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিতে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণসহ তাঁর দেশের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। মহামারি পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে কাউকেই পিছনে ফেলে রাখা চলবে না মর্মে মন্তব্য প্রদান করেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রফেসর আহমেদ মুশফিক মোবারক। ইভেন্টটির অন্য প্যানেলিস্টগণ হলেন ইউএনডিপির রবার্ট অপ, ইউএন ডেসার ভিনসিনজো অ্যাকুয়ারো, ইউএন এসক্যাপ এর মিজ জেম্মা ভ্যান হ্যালডিরেন, আইএলও এর নিয়াল ও হিগিনস্ এবং দ্য কমন্স প্রজেক্ট এর পল মেয়ের, হার্ভার্ড পাবলিক হেলথ প্রফেসর মিজ্ ক্যরোলিন বুকি। তাঁরা ড্যাটা বিপ্লবের বিভিন্ন উপাদান এবং এর সময়োপযোগিতা, ফলাফলের মূল্যায়ন ও অগ্রগতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ড্যাটার ব্যবহার, অর্থবহ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষ করে কোভিড এর প্রেক্ষাপটে ড্যাটার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম ইভেন্টটিতে সমাপনী বক্তব্য দেন। ড্যাটা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বিনিময়ে উপকারিতার উপর তিনি আলোকপাত করেন। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি ‘ড্যাটা বিনিময়ের সাধারণ প্লাটফর্ম’ প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। কোভিড পরবর্তী পুনরুদ্ধার এগিয়ে নেওয়া এবং এসডিজি অর্জনসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কোভিড এর প্রভাব কতটা গভীর তা মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রয়োজনীয় ধারণাকে আরও গতিশীল করতে এই ইভেন্টটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে মর্মে মন্তব্য প্রদান করেন বক্তাগণ।

প্যানেল আলোচনা শেষে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশ্নোত্তর পর্ব ও প্যানেল আলোচনার মডারেটর ছিলেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

#

পাশা/মোশারফ/রজোউল/২০২০/১৯৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮৬

**“পাঠাও” এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ফাহিম সালেহের রহস্যজনক মৃত্যুতে আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 বাংলাদেশি রাইড শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম পাঠাও এর অন্যতম সহ-প্রতিষ্ঠাতা ফাহিম সালেহের রহস্যজনক মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

 আজ এক শোকবাণীতে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাঠাও এর মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী তরুণ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ফাহিম ছিলেন অসাধারণ উদ্ভাবনী মেধা শক্তির অধিকারী। মেধাবী এই উদ্ভাবক বাংলাদেশ-সহ বিভিন্ন দেশে রাইড শেয়ারিং অ্যাপস কোম্পানি, ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যার তৈরির মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যা সমাধান করত দেশে-বিদেশে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন। তার উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় মোটরসাইকেলে যাত্রী পরিবহন অ্যাপস পাঠাও চালু করে রাজধানীর যাতায়াত সমস্যা সমাধান ও কর্মসংস্থানে কার্যকরী অবদান রেখেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 জনাব পলক বলেন, তার মৃত্যুতে আমরা প্রযুক্তি খাতের আন্তর্জাতিক মানের অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী একজন তরুণ উদ্ভাবককে হারালাম। যার অভাব কখনোই পূরণ হবার নয়। এ ধরনের নৃশংস হত্যা কান্ড মেনে নেয়া যায় না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 প্রতিমন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

শহিদুল/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮৫

**ঈদ ব্যবস্থাপনা সভা
স্বাস্থ্যবিধি মেনে লঞ্চ ও ফেরি চলাচল স্বাভাবিক থাকবে**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 ঈদের পূর্বে ৫ দিন ও পরের ৩ দিন  নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কোরবানির পশুবাহী ট্রাক ব্যতীত সাধারণ ট্রাক  ও কাভার্ডভ্যান ফেরিতে  পারাপার বন্ধ  থাকবে। সূর্যাস্তের পর সকল প্রকার  মালবাহী জাহাজ, বালুবাহী বাল্কহেড  চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। ঈদের পূর্বে ৫ দিন ও পরের ৩ দিন  পর্যন্ত  দিনের বেলায়ও  সকল  বালুবাহী বাল্কহেড  চলাচল বন্ধ রাখতে হবে।

 আজ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে লঞ্চ, ফেরি ও অন্যান্য জলযান সুষ্ঠুভাবে চলাচল, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত সভায় এসব  সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

 নৌপরিবহন  প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। তিনি ঢাকায় অবস্থানরত কর্মকর্তা/ ব্যক্তিগণের সাথে সরাসরি এবং ঢাকার বাইরের কর্মকর্তাদের সাথে জুম অ্যাপস এর  মাধ্যমে আলোচনা করেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে লঞ্চ ও ফেরি চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। স্বাস্থ্যবিধি মানতে কম্প্রোমাইজ নয়। প্রয়োজন ছাড়া ভ্রমণ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) জনিত রোগ বিস্তার রোধে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রণীত গাইড লাইন/স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করে যাত্রীসহ নৌযান চলাচলের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, লঞ্চ ও ফেরিতে যাত্রী পারাপার করে আসছি। কভিড-১৯ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলায় লঞ্চে কোনো যাত্রী করোনায় আক্রান্তের সংবাদ পাইনি। করোনায় মৃত্যুহার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক কম। তিনি বলেন, ঢাকা সদরঘাট একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনাল। এখান থেকে সারাদেশে নৌযান চলাচল করে। সময়সূচি অনুযায়ী লঞ্চ চলাচল করতে তিনি মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

 খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের বিগত ১১ বছরে নৌপরিবহন খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। নদীর প্রবাহ ঠিক রাখা, নৌপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নকশা থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নিরাপদ নৌপথ তৈরির ক্ষেত্রে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

 সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, বিআইডব্লিউটিসি’র চেয়ারম্যান খাজা মিয়া, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, নৌপরিবহন অধিদফতরের মহাপরিচালক কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, নৌপুলিশের ডিআইজি মোঃ আতিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল (যাত্রী পরিবহন) সংস্থার চেয়ারম্যান মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম, লঞ্চ মালিক সাইদুর রহমান রিন্টু, শহীদুল ইসলাম ভূইয়া, বদিউজ্জামান বাদল ।

 সভায় জানানো হয় যে, লঞ্চে যাত্রী উঠার সময় থেকে লঞ্চের চালক, মাষ্টার ও অন্যান্য কর্মচারীদের অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। লঞ্চের অনুমোদিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া আদায়ে এবং নদীর মাঝপথে নৌকাযোগে যাত্রী উঠালে সংশ্লিষ্ট লঞ্চ মালিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাতের বেলা স্পিডবোড চলাচল বন্ধ থাকবে। স্পীডবোটে চলাচলের সময় যাত্রীদের লাইফ জ্যাকেট পরিধান নিশ্চিত করতে হবে।

 ফেরীঘাট ও লঞ্চঘাটসমূহে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। শিমুলিয়া-কাওড়াকান্দি নৌ রুটে নৌ দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য পদ্মা নদীতে ঘূর্ণাবর্ত এলাকা মার্কিং করতে হবে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮৪

**দুই প্রতারকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থানায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ দায়ের**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

পরস্পর যোগসাজশে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবের স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া নিয়োগপত্র প্রদানকারী লালমনিরহাট নিবাসী কথিত শিক্ষক জনৈক ‘উকিল রায়’ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয়দানকারী ‘সায়েম হোসেনের’ বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় পল্টন মডেল থানায় আজ এক অভিযোগ দায়ের করেছে। এই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

গত ১২ জুলাই একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদে 'সই জাল করে ভুয়া নিয়োগপত্র' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। উক্ত প্রতিবেদন তৈরির সময় প্রতারণার ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার কর্তৃক গৃহীত ভূমিমন্ত্রীর মতামতও প্রচারিত হয় উক্ত টিভি সংবাদ প্রতিবেদনটিতে। পরের দিন ১৩ জুলাই উক্ত প্রতারণা সংশ্লিষ্ট ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী নির্দেশ প্রদান করেন।

ফলশ্রুতিতে ভূমি সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট শাখাকে নির্দেশ প্রদান করেন। প্রতারণা সংঘটিত হওয়ার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়ায় ভূমি সচিবের নির্দেশে মন্ত্রণালয় আজ এ অভিযোগ দায়ের করে।

#

নাহিয়ান/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮৩

**দেশে প্রথম হেলিপোর্ট তৈরির কাজ চলছে**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মহিবুল হক বলেছেন, দেশে প্রথম হেলিপোর্ট তৈরি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। হেলিপোর্ট এর জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণও করা হয়েছে। হেলিপোর্ট তৈরির আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ থেকে একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে যা দ্রুততম সময়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে। গঠিত কমিটি প্রতিবেদন পেশ করার পর হেলিপোর্ট তৈরির নানা বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করা হবে। আজ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং ভ্রমণ ম্যাগাজিনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত “ট্যুরিজম এ প্যানাল্টি শুট ফর দ্য ইকোনোমি অভ্‌ বাংলাদেশ” শীর্ষক জুম কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে এ কথা বলেন তিনি।

 সিনিয়র সচিব বলেন, বাংলাদেশের পর্যটনের উন্নয়নের জন্য একটি নীতিমালা তৈরির কাজ চলছে। এই নীতিমালায় পর্যটনের সাথে জড়িত প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হবে যাতে তারা তাদের অংশের কাজটুকু সঠিকভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটনের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন। পর্যটন উন্নয়নের জন্য দরকার সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ। সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া পর্যটনের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধন সম্ভব নয়। এ সময় তিনি বাংলাদেশের পর্যটন গন্তব্য সমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতে দক্ষতার সাথে কাজ করায় ট্যুরিস্ট পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, টুরিস্ট পুলিশ ইউনিট গঠন করা বাংলাদেশের পর্যটনের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহুমাত্রিক নেতৃত্ব ও দূরদৃষ্টির ফসল।

 প্রত্যেক দায়িত্বশীল মানুষকে তার জায়গা থেকে পর্যটনের উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে সিনিয়র সচিব বলেন, আমাদের দেশের ও পর্যটন গন্তব্যগুলোর ইতিবাচক প্রচারণা সহায়তা করার জন্য গণমাধ্যমকে অনুরোধ করছি।

 ভ্রমণ ম্যাগাজিনের সম্পাদক আবু সুফিয়নের সঞ্চালনায় ও বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান রাম চন্দ্র দাস-এর সভাপতিত্বে জুম কনফারেন্সে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাবেদ আহমেদ, গ্লোবাল টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নওয়াজীশ আলী খান, টোয়াবের সভাপতি মুহাম্মদ রাফিউজ্জামান, এভিয়েশন অপারেটর এসোসিয়েশন অভ্ বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ মফিজুর রহমান ও বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশের এসপি মোঃ আরিফুর রহমান প্রমুখ।

#

তানভীর/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮২

**বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কাজের গতি বাড়ানোর তাগিদ খাদ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, আমরা যাতে খাদ্যে ভেজাল মুক্ত থাকতে পারি, নিরাপদ খাদ্য ভোগ করতে পারি সে লক্ষ্যেই ২০১৩ সালে নিরাপদ খাদ্য আইন এবং ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চলমান কার্যক্রমসমূহ আরো জোরদার ও গতিশীল করতে হবে- বলেন মন্ত্রী।

 আজ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত পরিচিতি ও মতবিনিময় সভায় মন্ত্রীর মিন্টো রোডস্থ সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন। সভায় সমন্বয় ও সঞ্চালনা করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

 সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রমুখ।

 খাদ্যমন্ত্রী বলেন, নিরাপদ খাদ্য নিয়ে আমরা অতীতে বিভিন্ন সেমিনার-সহ অনেক কাজ করেছি। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির জন্য সে কাজগুলো সেভাবে আর হচ্ছে না। কিন্তু অচিরেই নতুন করে পুরোদমে কার্যক্রম শুরু করা হবে। কেউ যেন ভেজাল খাদ্য তৈরি করতে না পারে, ভেজাল খাদ্য বিক্রি করতে না পারে, প্রতিটি খাদ্যের নিরাপদতা যেন নিশ্চিত হয় সেদিকে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলেন তিনি।

 মন্ত্রী আরো বলেন, আইন, বিধি-বিধান যতই তৈরি করা হোক না কেন; যদি এগুলোর সঠিক প্রয়োগ না হয়, কার্যকারিতা না থাকে, তবে তা কোনো সুফল বয়ে আনবে না। তিনি আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরে বলেন, প্রথমত ল্যাবরেটরি প্রয়োজন এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। প্রতিটি জেলায় ভ্রাম্যমাণ টেস্টিং ল্যাবরেটরি তৈরি করতে পারলে যত বেশি খাদ্যদ্রব্য টেস্ট করা যাবে ততো বেশি মানুষ এ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং সচেতন হবে। এজন্য জেলায় জেলায় ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরি প্রদান করার উপর জোর দেন মন্ত্রী।

 সভায় মন্ত্রী জানান, ধান চাল সংগ্রহ অভিযান চলছে, এগোচ্ছে, তবে কাঙ্ক্ষিত গতিতে না। তিনি আবারো চালকল মালিকদের উদ্দেশে বলেন, চালের বাজার স্থিতিশীল রাখেন, সরকারের সঙ্গে করা চুক্তি অনুযায়ী সরকারি গুদামে চাল সরবরাহ করেন; যদি তা না করেন তবে সরকার চাল আমদানিতে যেতে বাধ্য হবে। যারা সরকারি খাদ্যগুদামে চাল দিবে তারা সুনজরে থাকবে; যারা চাল সরবরাহ করবে না তাদেরকে অবশ্যই কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।

 সভায় আরো জানানো হয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় ২০১৮ সাল থেকে ২ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে “জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস” হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং যথারীতি উৎসাহ-উদ্দীপনায় দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস’ এর ধারণা পূর্বে কোনো দেশে ঘোষণা বা পালন করা হয়েছে এরূপ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। “সুস্থ-সবল জাতি চাই, পুষ্টিসম্মত নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই” এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে ২০১৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালিত হয়।

#

সুমন/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৮১

**সাহেদের গ্রেফতার বিএনপি’র কথাকে অবান্তর প্রমাণ করেছে**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপি যে ক্রমাগত অবান্তর কথা বলে, সাহেদের গ্রেফতারে তা প্রমাণ হয়েছে।

 আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তথ্যমন্ত্রী। এ সময় বিএনপি’র সাম্প্রতিক মন্তব্য ‘দুর্নীতি-অনিয়মে সরকারি মদত’ -এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী একথা বলেন।

 ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘সাহেদের দুর্নীতি সরকারই উদ্ঘাটন করেছে এবং সাহেদের প্রতিষ্ঠানের এমডি’কে গতকালই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া তার প্রতিষ্ঠানের আরো অনেকেই গ্রেফতার হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছিল, সহসা সাহেদকে গ্রেপ্তার করতে তারা সক্ষম হবে। শেষ পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সাহেদকে গ্রেফতার করেছে। এতে প্রমাণিত হয়, বিএনপি ক্রমাগত অবান্তর কথা বলে এবং এ নিয়ে বিএনপি এতোদিন যা বলে এসেছিল, সেগুলো তারই ধারাবাহিকতা।’

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দুর্নীতি অনিয়মের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতিতে অটল উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন এ ক্ষেত্রে কে কোন দল বা মতের সেটি কখনই দেখা হয়নি। যদি আওয়ামী লীগের কেউ হয়, এমনকি পদধারী নেতাও যদি হয়, তার বিরুদ্ধেও কিন্তু অতীতে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।’

 ‘আর যদি সাহেদের মদতদাতা ধরতে হয়, তাহলে হাওয়া ভবন থেকে যারা মদত দিয়েছিল এবং স্কাইপিতে যখন তারেক রহমানের সাথে সে কথা বলে, সে ব্যাপারে বিএনপি কি বলবে’ প্রশ্ন রাখেন তথ্যমন্ত্রী। অবশ্যই সাহেদের অপকর্মের সাথে যদি অন্য কেউ যুক্ত থাকে, তদন্তে যদি সেটি বেরিয়ে আসে, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে, বলেন তিনি।

 ‘এ সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে’ -এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ড. হাছান বলেন, ‘বিক্ষোভ যে কারো বিরুদ্ধেই হতে পারে, যে কেউ তার ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারে, এটি গণতান্ত্রিক রীতিনীতিরই অংশ।’ তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ‘আমি মনে করি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যখন বিভিন্ন হাসপাতালের সাথে চুক্তি করে, তখন প্রথম থেকেই তাদের আরো সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন ছিল । তাহলে সাহেদের রিজেন্ট কিম্বা জেকেজি’র মতো প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ পেতো না।’

 অনলাইন সংবাদ পোর্টাল নিবন্ধনের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘আমরা ইতোমধ্যেই কিছু প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছি। আবেদন করা অনলাইনগুলোর বিষয়ে একটি সংস্থার পক্ষ থেকে  ১৬শ’র বেশি এবং আরেকটি সংস্থা থেকে একশ’র মতো তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এ মাসের মধ্যেই আরো তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অনলাইনগুলোকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া শুরু করবো। যে সমস্ত অনলাইনের ব্যাপারে নেতিবাচক প্রতিবেদন এসেছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা সেগুলোর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।’

 আর যে সমস্ত অনলাইন গুজব ছড়ায়, তাদের অনেকগুলোই আবার ক্ষণে ক্ষণে পরিচয় পরিবর্তন করে, দেশে বা বিদেশ থেকে যেসব অনলাইন পোর্টাল এভাবে পরিচয় পরিবর্তন করে পরিচালনা করছে, সেগুলোর ব্যাপারে প্রযুক্তিগতভাবে আমরা আরো দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, জানান তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে কোনো অনলাইনের মাধ্যমে গুজব ছড়ানো হলে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে তার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

#

আকরাম/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৭৯

**মুজিববর্ষে রোপিত ১ কোটি বৃক্ষের প্রতিটি স্মারক বৃক্ষকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে**

 **-পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষে সারাদেশে রোপিত ১ কোটি গাছকে ‘স্মারক বৃক্ষ’ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।মুজিববর্ষের এক কোটি চারা ছাড়াও চলতি বৃক্ষরোপণ অভিযানকালে প্রতিটি সংসদীয় আসনের বিপরীতে ৫ হাজার করে মোট ১৫ লক্ষ বনজ, ফলদ ও ঔষধি চারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ক্যাম্পাসে রোপণের জন্য বিতরণ করা হবে। এছাড়াও বন বিভাগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় এ অর্থবছরে ৭ কোটি বৃক্ষ রোপণ করা হবে। রোপণ পরবর্তীকালে এসব চারার যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

 মন্ত্রী আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমানএঁরজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে‘মুজিব বর্ষের আহবান, লাগাই গাছ বাড়াই বন’ প্রতিপাদ্য ধারণ করেসারাদেশে ১ কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ **কর্মসূচি** বিষয়ে ভার্চুয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর এ কে এম রফিক আহাম্মদ, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আহমেদ শামীম আল রাজী এবং প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমির হোসাইন চৌধুরীসহ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ প্রেস ব্রিফিং এ উপস্থিত ছিলেন।

 শাহাব উদ্দিন বলেন, পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষায় উৎসারিত দূরদর্শী ভাবনা হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুরু করেছিলেন ‘বৃক্ষরোপণ অভিযান’; যা’র ধারাবাহিকতায় উপকূলীয় চরাঞ্চল বনায়নে সফল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে অন্যতম। মুজিববর্ষে রোপণের জন্য উত্তোলিত এক কোটি চারার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ফলদ এবং অবশিষ্ট পঞ্চাশ ভাগ বনজ, ঔষধি ও শোভাবর্ধনকারী প্রজাতির চারার উত্তোলন ইতোমধ্যেই নিশ্চিত করা হয়েছে। কোন প্রকার বিদেশি প্রজাতির চারা এ কাজের জন্য উত্তোলন করা হয়নি। তাছাড়া বর্ণিত বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

 বন মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ জুলাই ২০২০ বৃহস্পতিবার সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় গণভবন হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। করোনা ভাইরাসজনিত বিরূপ পরিস্থিতির কারনে এ উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি প্রচার মাধ্যম সমূহের উপস্থিতিতে সম্পাদনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। উল্লেখিত দিন ও সময়ে প্রধানমন্ত্রী তেঁতুল, ছাতিয়ান ও চালতা প্রজাতির বৃক্ষের চারা রোপণ করে উক্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরপরই প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় স্বাস্থ্য নির্দেশিকা মেনে নূন্যতম একটি করে বনজ, ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা রোপণের মাধ্যমে একই দিনে উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নির্দেশনা রয়েছে। মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

#

দীপংকর/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                     নম্বর: ২৫৭৮

**করোনাকালীন দূর্যোগের সময়ও উন্নয়ন কর্মকান্ড দ্রুত এগিয়ে চলেছে**

 **-এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ৩১ আষাড় (১৫ জুলাই) ২০২০ :

 পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, করোনাকালীন দূর্যোগের সময়ও পদ্মাসেতু সহ দেশের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তাঁর মন্ত্রী সভার সদস্য, এমপি ও আওয়ামী লীগের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

 আজ শরীয়তপুরের জাজিরা-নড়িয়া-সুরেশ্বর সড়কের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন এদেশের মানুষের আস্থার ঠিকানা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। তাঁকে ঘিরেই এদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখে। আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। বিএনপি আগে দেশে পেট্টোল বোমা মেরে মানুষ হত্যায় ব্যস্ত ছিলো। এখন গুজব সন্ত্রাস করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ব্যস্ত।

 উপমন্ত্রী আরো বলেন, সরকার ও আওয়ামী লীগের সমালোচনা করাই বিএনপি’র প্রধান কাজ। তারা করোনাকালীন দুর্যোগে পাশে না থেকে জনগণকে বিভ্রান্ত ও দেশ বিরোধী গুজব ছড়াতে ব্যস্ত। তবে কোনো ষড়যন্ত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

 পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

 পরে তিনি পদ্মার ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প পরিদর্শন ও নড়িয়া উপজেলার মাসিক সমন্বয় সভায় যোগদান করেন। মসজিদ, মন্দির ও স্কুল সমূহকে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল হতে অনুদান ও ঐচ্ছিক তহবিলের অর্থ প্রদান এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

#

আসিফ/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২০/১৬০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                     নম্বর: ২৫৭৭
**সরকার আর শিক্ষিত বেকার তৈরি করতে চায় না**

 **-শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি**

ঢাকা, ৩১ আষাড় (১৫ জুলাই):

 শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, বর্তমানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পরিমাণ শিক্ষার্থী অনার্স মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করছে চাকরির বাজারে  সে পরিমাণ অনার্স ও মাস্টার্স এর চাহিদা রয়েছে কিনা তা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। যারা বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করছেন তাদের অনেকেই চাহিদা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না এবং কোন রকমের টেকনিক্যাল শিক্ষা না থাকায় তারা বেকার থেকে যাচ্ছেন। সরকার আর এই রকমের  শিক্ষিত বেকার তৈরি করতে চায় না।  বিষয়টি বিবেচনায় সরকার শিক্ষার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে  সাজিয়েছে। তিনি আজ সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আয়োজনে ‘বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২০’  উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক অনলাইন আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

 প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড.আহমদ কায়কাউস এর সভাপতিত্বে  অনলাইন আলোচনা সভায় সরকারের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিসহ সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২০ এর এবারের  প্রতিপাদ্য বিষয় হল ‘skills for resilient youth’।

 মন্ত্রী বলেন, আমরা এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে অবস্থান করছি। এর আগের তিনটি শিল্প বিপ্লবের আমরা কোনো সুযোগ নিতে পারেনি। আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে চাই। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে দেশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে পরিবর্তিত শ্রমবাজারে চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি ও  দক্ষতার  সমন্বয় ঘটিয়ে আমাদের বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

 তিনি বলেন দক্ষ মানব সম্পদের  চেয়ে কোন সম্পদই বড় নয়। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করতে যুব সমাজকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাসহ  শিল্পের সাথে সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, দেশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে শ্রমবাজারের পূর্বাভাস দেয়া, কারিকুলাম যুগোপযোগীকরণ, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান মানোন্নয়ন,  ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল গঠনসহ  ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে  ১৭ শতাংশ হয়েছে। ২০০৯  সালে যা ছিল মাত্র এক শতাংশ।

 অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন এসডিজি মুখ্য সমন্বয়ক জুয়েনা আজিজ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব আমিনুল ইসলাম খান, প্রবাসী কল্যাণ ও  বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মইনুল সালেহীন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব আকতার হোসেন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের বাংলাদেশ প্রতিনিধি মনমোহন প্রকাশ, আইএলও এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি টওমো পুটিয়ানান ( Tuomo Poutianen) গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী প্রমূখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন অথরিটির নির্বাহী চেয়ারম্যান হাসিবুল আলম।

#

খায়ের/অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২০/১৪৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৭৬

**অপরাধীর কোনো পরিচয় নেই, দুর্বৃত্তের কোনো দল নেই**

 **-ওবায়দুল কাদের**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 বিভিন্ন খাতে অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকারের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, মুখোশের আড়ালে যতই মুখ লুকিয়ে রাখুক কোনো অপরাধীই অপরাধ করে ছাড় পাবে না, শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তেই হবে। তিনি বলেন, অপরাধীর কোনো পরিচয় নেই, দুর্বৃত্তের কোনো দল নেই।

 মন্ত্রী আজ সকালে সচিবায়লস্থ নিজ কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি (ITO Naoki)-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতশেষে ব্রিফিং-এ একথা বলেন।

 তিনি আরও বলেন, অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের অবস্থান স্পষ্ট। রিজেন্ট হাসপাতাল ও জেকেজি’র কর্তাব্যক্তিদের গ্রেফতারই প্রমাণ করে অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থান।

 আসন্ন ঈদে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে কোরবানির পশুরহাট এবং অন্যান্য সমাগম এড়িয়ে চলতে হবে। মাস্ক পরিধান, সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা তথা স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে প্রতিপালনের ওপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, ক্ষণিকের অবহেলা কিংবা শৈথিল্য ঈদের সার্বজনীন আনন্দ বিষাদে রূপ নিতে পারে।

 জাপানের রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, জাপান বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু এবং অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী। দেশের সড়ক পরিবহনখাতে মেট্রোরেলসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প জাপানের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিয়ে শীঘ্রই একটি সমন্বয় সভা আয়োজন করা হবে বলে মন্ত্রী এসময় জানান।

 প্রতিনিধিদলে জাপানের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা’র বাংলাদেশ অফিসের প্রধান হায়াকায়া উহো (Hayakawa Yuho) এবং বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব তাকাশি শিরাই (Takashi Shirai) উপস্থিত ছিলেন।

#

নাছের/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                               নম্বর : ২৫৭৫

**জনগণের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষাসহ স্বাস্থ্য সঙ্কট হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারে ‘ড্যাটা বিপ্লব’**

নিউইয়র্ক, ১৫ জুলাই:

 প্রমাণভিত্তিক ড্যাটা শুধু কোভিড-১৯ জনিত স্বাস্থ্য সঙ্কট মোকাবিলার জন্যই নয় এটি দরিদ্র্য ও সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সামাজিক সুরক্ষা, নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা এবং স্থানীয় ও প্রবাস ফেরত কর্মীদের জীবিকার সংস্থা নিশ্চিতের জন্যও প্রয়োজন- ‘ড্যাটা বিপ্লবের মাধ্যমে কোভিড পরবর্তী পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ’ শীর্ষক এক র্ভাচুয়াল সাইড ইভেন্টের প্যানেল আলোচনায় এসকল কথা উল্লেখ করেন আলোচকগণ।

 কোভিড মোকাবিলা ও পুনরুদ্ধার কর্মসূচির কার্যকর ও সময়োপযোগী বাস্তবায়নে ড্যাটা বিপ্লবের ওপর বিশেষ জোর দেন প্যানেলিস্টগণ। জীবন ও জীবিকার ভারসাম্যের জন্যে কীভাবে ড্যাটা ব্যবহার করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কার্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ১৩ জলাই নিউইয়র্কে সরকারি, বিষয় বিশেষজ্ঞ, একাডেমিয়া এবং বেসরকারি খাত থেকে নির্বাচিত প্যানেলিস্টগণ নিয়ে জাতিসংঘের চলমান উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম উপলক্ষে উক্ত ভার্চুয়াল সাইড ইভেন্টের আয়োজন করে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এটুআই। সোমালিয়া, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ এবং ফিউচার অব ওয়ার্ক ল্যাব বাংলাদেশ ছিল ইভেন্টির সহযোগী। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

 উদ্বোধনী বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, ‘যেহেতু আমরা একটি মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করছি তাই বৈজ্ঞানিক প্রমানপত্র ও তথ্যাদির গুরুত্ব আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশি, তাই ‘ড্যাটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ’ -এখন কী ঘটছে শুধু সে জন্যই নয়, বাস্তবভিত্তিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও অত্যাবশ্যক’।

 কোভিড-১৯ এর ফলে সারাবিশ্ব যেসকল বহুমূখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছে তা উল্লেখ করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘অভিবাসী কর্মী প্রেরণকারী অন্যান্য দেশগুলোর মতো বাংলাদেশও আজ কোভিড মহামারির কারণে অভিবাসী কর্মীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। একারণে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের অর্থনীতিও বড় হুমকির মুখে। তেলের দাম হ্রাস ও কোভিড মহামারির দ্বৈত প্রভাবে অনেক কর্মী বেকার হয়ে পড়েছে। তাই ড্যাটা সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও এর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনকারী এসকল প্রবাসী কর্মীগণের পুন:কর্মসংস্থান ব্যবস্থা করতে পারি; এবং তাদেরকে টেকসই উপায়ে পুনরায় কর্মে পুনর্বাসিত করতে সাহায্য করতে পারি’।

 এটুআই এর পলিসি অ্যাডভাইজর আনির চৌধুরী ইভেন্টিতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কোভিড-১৯ সংক্রমনের হট জোন চিহ্নিতকরণ, টেলি-হেলথ সেবা প্রনয়ন, নগদ অর্থসহায়তা প্রেরণের জন্য পাঁচ লাখেরও বেশি জনগণের একটি ডাটাবেজ তৈরি করা, কোভিড পরবর্তী দক্ষতা ও কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর নীতি ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের সমগ্র ড্যাটা একত্রীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে উপাত্ত ব্যবহারের মাধ্যমে কোভিড মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহিত কার্যক্রম ইভেন্টটিতে তুলে ধরেন তিনি ।

 ইভেন্টটির অন্যান্য প্যানেলিস্টগণ হলেন জাতিসংঘের দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বিষয়ক কার্যালয় এর এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধি ড. ডেনিস নকালা, ইউএনডিপির রবার্ট অপ, ইউএন ডেসার ভিনসিনজো অ্যাকুয়ারো, ইউএন এসক্যাপ এর মিজ জেম্মা ভ্যান হ্যালডিরেন, আইএলও এর নিয়াল ও হিগিনস্ এবং দ্য কমন্স প্রজেক্ট এর পল মেয়ের, হার্ভার্ড পাবলিক হেলথ প্রফেসর ক্যরোলিন বুকি।

 প্যানেল আলোচনা শেষে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

#

অনসূয়া/জসীম/মাসুম/২০২০/১৩০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                     নম্বর: ২৫৭৪

**ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণের সক্ষমতায় বাংলাদেশ এগিয়ে**

 **-- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ আষাড় (১৫ জুলাই):

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল প্রযুক্তি দ্রুত গ্রহণের সক্ষমতায় পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এগিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রথম ডিজিটাল দেশ হিসেবে প্রযুক্তি বিশ্বে অভাবনীয় সম্ভাবনাময় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দেশের অসাধারণ মেধাবি তরুণরাই আমাদের সফলতার বড় শক্তি। ডিজিটাল মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসসহ প্রযুক্তির বেশকিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের অগ্রদূত এবং অনুকরণীয়। ব্লকচেইন, রোবটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং আইওটিসহ নতুন নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তিতেও একদিন আমরাই নেতৃত্বে থাকবো এবং সেদিন বেশি দূরে নয়।

 মন্ত্রী গতকাল রাতে ঢাকায় ডিজিটাল প্লাটফর্ম এ বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি আয়োজিত ‘ব্লক চেইন ইন টেলিকমিউনিকেশন্স’ শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়া থেকে ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস এলায়েন্স এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. জেমস পয়সান্ট, ভারতের হায়দ্রাবাদ থেকে আইবিএম এর গ্লোবাল এক্সিকিউটিভ চেইন হিরন শাহ, আইবিএম এর এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রধান ম্যাট কাডাউর বক্তৃতা করেন। বিসিএস উপদেষ্টা সাফকাত হায়দারের সঞ্চালনায় বিসিএস প্রেসিডেন্ট শহীদ মুনির এবং বিসিএস নেতা আতিক এ রাব্বানি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

 মন্ত্রী ২০২১ সালে দেশে ৫জি প্রযুক্তির যাত্রা শুরু হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ‘চলমান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি চূড়ান্ত প্রায়। এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা হয়েছে। দেশের ৩ হাজার ৮শত ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার নেট সংযোগ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৭শত ৭৭টি ইউনিয়নে সংযোগের কাজ চলছে। দুর্গম দ্বীপ ও চরাঞ্চলে বঙ্গবন্ধু -১ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংযোগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রীর তথ্যযোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয় এর নেতৃত্বে দেশে ৫জি প্রযুক্তির পরীক্ষামুলক কার্যক্রম আমরা সম্পন্ন করেছি’।

 তিনি বলেন, ২০১৮ সালে আমরা যা ভেবেছি করোনাকালে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে এর চাহিদা মানুষের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ২০০৯ সালের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি করোনা উত্তর পৃথিবীতে জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য়।এটাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের সুফল যা ডিজিটাল শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক নেতৃত্বের সক্ষমতায় উপনীত করেছে। তিনি ডিজিটাল প্রযুক্তিখাতে বিসিএস এর অবদান গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।

 রাত আটটা থেকে শুরু হয়ে দশটা পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি চলে। সারা দেশ থেকে সমিতির সদস্যগণ ছাড়াও ডিজিটাল প্রযুক্তিখাত বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/পাশা/জসীম/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৭৩

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে**

**সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচিতেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তিন মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০ এর প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষের আহ্বান, লাগাই গাছ বাড়াই বন’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ, ভূমির ক্ষয়রোধ, দেশের মরুময়তা হ্রাস, কার্বন আধার সৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, দারিদ্র্য বিমোচন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বৃক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বন বিভাগ বৃক্ষহীন ও অবক্ষয়িত বনভূমি, প্রান্তিক ভূমি এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া স্থানীয় দরিদ্র নারীসহ সাধারণ জনগণকে উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত করে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। পরিবারের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তোলা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নির্মল পরিবেশ সৃষ্টিতে সামাজিক বনায়ন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী এক কোটি গাছের চারা বিতরণ ও রোপণের ফলে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ যেমন ‍বৃদ্ধি পাবে, তেমনি পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে।

 সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম-আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, ইনশাআল্লাহ। প্রতিষ্ঠিত হবে জাতির পিতার আজীবন লালিত ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

 আামি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

ইমরুল/অনসূয়া/জসীম/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১৪২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫৭২

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে**

**সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচিতে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচিতেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

 এবারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘মুজিব বর্ষের আহবান, লাগাই গাছ বাড়াই বন’। মুজিব শতবর্ষকে বিবেচনায় নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির যে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদেশে ১ (এক) কোটি বৃক্ষের চারা রোপণের কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই।

 বঙ্গবন্ধু সবসময় বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত একটি আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সমৃদ্ধ ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আমরা আরো একধাপ এগিয়ে যেতে চাই। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে কোমলমতি শিশুসহ তরুণ প্রজন্মের মাঝে। তাহলেই আমরা আগামীতে সুস্থ, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সম্মত একটি সবুজ বাংলাদেশ দেখতে পাবো।

 বৃক্ষ আমাদের অমূল্য সম্পদ। উপকূলীয় অঞ্চলের জনপদগুলোকে আইলা, সিডর, মহাসেন, ফণি, বুলবুল, আম্পান ইত্যাদি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করতে বৃক্ষরাজি বুক দিয়ে আগলে রাখার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। প্রকৃতির ফুসফুস হিসেবে কাজ করে বৃক্ষরাজি। বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে এই দেশটিকে আরো বাঁচার উপযোগী ও সবুজে পরিণত করার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাই ।

 বায়ু দূষণের ফলে সারা বিশ্ব আজ বিপন্ন। সেজন্য পতিত ও অব্যবহৃত স্থানসহ সড়কদ্বীপে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার মাধ্যমে আমাদের সমগ্র জনপদকে আরো অধিক সবুজে আচ্ছাদিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে উদ্যোগী হতে হবে।

 আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সারাদেশে ১ (এক) কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/জসীম/সুবর্ণা/শামীম/২০২০/১২২৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫৭১

**করোনা পরিস্থিতিতে ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত**

ঢাকা, ৩১ আষাঢ় (১৫ জুলাই) :

 করোনা পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে সরকার। এ পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় পৌনে দুই কোটি পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হয়েছে।

 ৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৪ জুলাই পর্যন্ত সারাদেশে চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই লাখ ১৪ হাজার ৫৩৯ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৯৮ হাজার ৪৫১ মেট্রিক টন। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা এক কোটি ৬৯ লাখ ১৮ হাজার ৮২ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা সাত কোটি ৩৯ লাখ ৫৬ হাজার ১৪৪ জন।

 শিশুখাদ্য সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১২৫ কোটির বেশি টাকা। এরমধ্যে সাধারণ ত্রাণ হিসেবে নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৯৮ কোটি ৫৩ লাখ ২৮ হাজার ১৬৪ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে ৯৫ কোটি ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৫৩০ টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা এক কোটি এক লাখ ৫৯ হাজার ৭ এবং উপকারভোগী লোক সংখ্যা চার কোটি ৪৫ লাখ ৫৩ হাজার ১৭০ জন।

 শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৭ কোটি ২৩ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২৬ কোটি ৪২ লাখ ১ হাজার টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা আট লাখ ৭০ হাজার ১৫৮ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ১৮ লাখ ৫৪ হাজার ২২২ জন ।

#

সেলিম/অনসূয়া/জসীম/শামীম/২০২০/১১৪২ ঘণ্টা